[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদলের সদস্য খাইরুল, জেলা ছাত্র দলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক মিন্টু, সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক লিটন সহ যুবদল, ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার স্থানীয় কাশিপুর সিরু মিয়ার ইট ভাটা চত্তরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু।

সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. এম.এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খাঁন শিমুল, জেলা বিএনপির যুগ্ন-আহ্বায়ক আব্দুল মালেক, জেলা বিএনপির যুগ্ন-আহ্বায়ক মো: আক্তারুজ্জামান, সদর থানার আহ্বায়ক অ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, ঝিনাইদহ পৌর শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, কোটচাঁদপুর পৌর শাখার আহ্বায়ক এস.কে.এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল।

সম্মেলনে থানা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী এবং পৌর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক এস.কে.এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল। সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এসময় উপজেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব মিজানুর রহমান খাঁন লাভলু, ও পৌর বিএনপির সদস্য সচিব ফারুক হোসেন খোকন সহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মওদুদ আহমদ আর নেই

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি হন মওদুদ। এরপর ১০ মার্চ সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেয়া হয়।

সে সময় মওদুদের একান্ত সহকারী মমিনুর রহমান সুজন বলেছিলেন, ‘স্যারের ফুসফুসে গত ১২ দিন ধরে পানি জমা হচ্ছে, যার কারণে ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। পাশাপাশি উনার কিডনি জটিলতাও দেখা দিয়েছে।’

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৪ দলীয় জোট সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৪০ সালের ২৪ মে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন মওদুদ আহমদ। তার বাবা মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ এবং মা বেগম আম্বিয়া খাতুন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে চতুর্থ মওদুদ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়ে পুলিশি নির্যাতনের পর মওদুদ আহমদের ঠাঁই হয়েছিল কারাগারে। এই ঘটনা মনের অজান্তেই তাকে করে তোলে রাজনীতি সচেতন। ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের আপ্যায়ন সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অ্যাডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান প্রতিষ্ঠিত খেলাফত রব্বানীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশক্তির নেতা ছিলেন।

পেশাজীবী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে নানা ভূমিকায় নিজেকে রেখেছিলেন রাজনীতির কক্ষপথেই। বিএনপি আর জাতীয় পার্টি গঠনে পালন করেন মুখ্য ভূমিকা। কারাভোগ করেছেন পাকিস্তান আমল, বঙ্গবন্ধু, এরশাদ, ওয়ান ইলেভেন ও মহাজোট সরকারের আমলে।

শিক্ষাজীবনে মওদুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান পাস করে ব্রিটেনের লন্ডনের লিঙ্কন্স্ ইন থেকে অর্জন করেন বার-অ্যাট-ল। দেশে ফিরে হাইকোর্টে ওকালতির একপর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন আইনি লড়াইয়ে।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আইনি লড়াই করতে খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামস কিউসিকে বাংলাদেশে আনতে রেখেছিলেন ভূমিকা। ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠকের ভূমিকা ছাড়াও ব্যারিস্টার মওদুদকে পোস্টমাস্টার জেনারেল নিয়োগ করে মুজিবনগর সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুর দিকেও তাকে কারাভোগ করতে হয়েছে।

মওদুদ আহমদ পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের জামাতা।

মেহেরপুরে যুবদলের প্রতিবাদ সভা

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর বিএনপি অফিসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: রাজনের সভাপতিত্বে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম খেতাব বাতিল, সাংবাদিক মুস্তাক হত্যার প্রতিবাদ ও গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলন বাস্তবায়নে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, সদস্য মো: মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদল নেতা সোহাগসহ দলের আরও অনেক নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে নৌকার প্রার্থী গেলেন বিএনপি প্রার্থীর অফিসে

গত রবিবার কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেয়র পদে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
নির্বাচিত হওয়ার পরদিন গতকাল সোমবার সন্ধ্যা আটটার দিকে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের মাহবুবার রহমানের অফিসে গিয়ে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন বিজয়ী নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
এ সময় দু’জনকেই বেশ হাস্যেজ্জ¦ল দেখা যায়। একে অপরের সাথে কুশল

বিনিময় করেন। ভোটের আগেও নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আশরাফুল আলম আশরাফ বিএনপি প্রার্থী অফিসের গিয়ে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করেন। নৌকা প্রতীকের মোঃ আশরাফুল আলম আশরাফ বলেন, নির্বাচনে যে কেউ প্রার্থী হতে পারে। কালীগঞ্জ পৌরবাসীর উন্নয়নে সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে চাই। সবাই ভেদাভেদ ভুলে কাজ করবো। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।
গত রোববার অনুষ্ঠিত কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে ১৯ হাজার ৪২৭ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ধানের শীষ প্রতীকের মাহাবুবার রহমান পেয়েছেন ৩ হাজার ১৫০ ভোট।

ইশরাকের গাড়িবহর দেখেই ফেরি বন্ধ করার অভিযোগ, লঞ্চে নদী পার

সমাবেশে অংশ নিতে বরিশালে যাওয়ার পথে ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের গাড়িবহর আটকে দিয়েছে ফেরি কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে লঞ্চে করে নেতাকর্মীদের নিয়ে পদ্মা পাড়ি দেন ইশরাক। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের গাড়িবহর নিয়ে রওনা হন ইশরাক। গাড়িবহর মাওয়া ফেরিঘাটে পৌঁছালে কর্তৃপক্ষ তাদের অফিস বন্ধ করে চলে যায়।

পরে লঞ্চে করে নেতাকর্মীদের নিয়ে পদ্মা নদী পার হন বহরের নেতৃত্বে থাকা বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ও সর্বশেষ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে বিএনপির মেয়র পদপ্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন।

তিনি বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমকে বলেন, ‘বরিশাল বিভাগীয় সমাবেশে অংশ নেওয়ার জন্য আমরা ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছি, কিন্তু মাওয়া ঘাটের কর্তৃপক্ষ নির্লজ্জভাবে আমাদের গাড়িবহর আটকে দেয়। আমাদের গাড়িবহর যাতে না যেতে পারে এ জন্য ফেরি কর্তৃপক্ষ অফিস বন্ধ করে চলে যায়। যা-ই হোক গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের অংশ হিসেবে কাজ

করছি। আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব।’

এর আগে, সকাল ৭টায় রাজধানীর গোপীবাগ থেকে নেতাকর্মীদের নিয়ে বরিশালের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন ইশরাক হোসেন। তার সঙ্গে গাড়িবহরে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্টিত

গতকাল সকাল ১১ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ এর সামনে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর বীর উত্তম খেতাব বাতিলের অপচেষ্টার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বি এন পির মনোনীত প্রার্থী জনাব শরীফুজ্জামান শরীফ এর নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বি এন পির আয়োজনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

সকালে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে প্রধান সড়কে উপর উঠতে গেলে পুলিশের বাঁধায় বিক্ষোভ মিছিল টি সাহিত্য পরিষদ এর সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য আবুবক্কর সিদ্দিক আবু এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও সদ্য পৌর নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনি।

প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীরউত্তম প্রতীক খেতাব বাতিলের অপচেষ্টা করছে সেটা বাংলাদেশের জনগণ কোন দিন মেনে নেবে না। যে মহান নেতা স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজের জীবন এর মায়া ত্যাগ করে অংশ নিয়েছিলেন। সকল অন্যায় অনিয়ম বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সকল দেশ প্রেমীক জনগণকে।

জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিমুল হাবিব সেলিম এর

উপস্থাপনয় আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক মাহমুদ হাসান পল্টু, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, জেলা যুবদলের যুগ্ম-সম্পাদক ও চিতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বিপ্লব, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোহাম্মদ রাজিব খান, পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি খায়রুল ইসলাম, ইনতাজ আলী, যুগ্ম-সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, যুবদল নেতা ও নবনির্বাচিত কাউনসিলর ইমরান মহলদার রিন্টু, আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক ইয়াছিন হাসান কাকন,

জেলা যুবদলের অর্থ সম্পাদক মো মমিনুল রহমান মমিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো: মোখলেছুর রহমান মুকুল, জেলা সে¦চ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান মুক্ত, স্বরাজ, ইসহাক আলী, আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুল আলম কনক, রফিকুল ইসলাম, চৌধুরী আলম বাবু, আব্দুর রহিম খান দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, জেলা যুবদলের সদস্য নাজমুল হক নাজমুল, হাফিজুল ইসলাম হ্যাপি, চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক অপু মালিক, পৌর বিএনপি নেতা মিলন, শাহা আলম, কলম উদ্দিন, চিতলা ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক বেল্টু বিশ্বাস, আব্দুল, মিল্টন, মানোয়ার, ফরজ, রুবেল, আব্দুল রশীদ,

গাংনী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি হাসান কাজী, সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল সামাদ, শংকরচনদ্র ইউনিয়ন বিএনপি নেতা রুহুল কুদ্দুস পচা, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-সম্পাদক এম এস হাসান, প্রচার সম্পাদক মাবুদ সরকার, অর্থ সম্পাদক হাবিবুর রহমান রাজিব, সদস্য আবুল কালাম আজাদ, রুবেল হাসান, আব্দুল সামাদ, তুহিন ইসলাম, আবু হেনা, রাজু আহমেদ, জাকির হোসেন, এরশাদ, ইমন, খোকা, সানোয়ার মেম্বার, সাজ্জাদ হোসেন, আলেক, বোরহান, সালাম,

জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাহাবুব, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক কৌশিক আহমেদ রানা, সদস্য সচিব মেহেদী হাসান, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক শুভ, যুগ্ম-আহবায়ক মাহাবুব হাসান মাবুদ, বকুল হোসেন, চিতলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি রাশিদুল ইসলাম রাশেদুল, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ছাত্রদলের যুগ্ম-আহবায়ক আরিফুল ইসলাম, আরাফাত মালিতা, মাহাবুব, আবু শামা, রিদয়, হাছান, রিয়াদ, আল আমিন , মেহেদী, সান প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]